গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট নীতিমালা ২০১১

লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধুলার মাধ্যমে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক ও নান্দনিক বিকাশ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা ও মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং **বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব** এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে সরকার নিম্নরূপ **"বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট নীতিমালা ২০১১"** প্রণয়ন করলেন।

১। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা **'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট নীতিমালা ২০১১'** নামে অভিহিত হবে।

২। **প্রতিযোগিতার ধরন ও পর্যায়:**

(১) এ প্রতিযোগিতা ৫টি পর্যায়ে যথা: (ক) ইউনিয়ন ও পৌরসভা (খ) উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন থানা, (গ) জেলা, (ঘ) বিভাগ ও (ঙ) জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। বিদ্যালয় ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল উপজেলা/থানা (সিটি কর্পোরেশনের এলাকাধীন) পর্যায়ে, উপজেলা/থানা (সিটি কর্পোরেশনের এলাকাধীন) পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

৩। **খেলার মাঠ:** (১) খেলার মাঠের আয়তন : দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার এবং প্রস্থ ৪৫ মিটার হবে।

(২) ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ঠিক রেখে টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক নিজ নিজ এলাকার খেলার মাঠ নির্ধারণ করা যাবে।

(৩) মাঠের আয়তন অনুযায়ী গোল বার, গোল পোস্ট এবং পেনাল্টি এলাকা নির্ধারিত হবে।

৪। **অংশগ্রহণকারী দল:**

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রতিটি দল গঠিত হবে। নিম্নবর্ণিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের দ্বারা গঠিত দল এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(ক) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
(খ) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
(গ) পরীক্ষণ বিদ্যালয়
(ঘ) কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও
(ঙ) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

(২) এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোন এন্ট্রি/রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করতে হবে না।

৫। **টুর্নামেন্ট কমিটি:**

টুর্নামেন্ট এর খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন ও পৌরসভা, উপজেলা/ থানা (সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন), জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ টুর্নামেন্ট কমিটিসমূহ গঠিত হবে।

(১) **জাতীয় কমিটি:**

১. মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় - প্রধান উপদেষ্টা

২.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	উপদেষ্টা
৩.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
৪.	অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	কমিশনার, ঢাকা বিভাগ	-	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, সিপিআইএমইউ	-	সদস্য
৮.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯.	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি করপোরেশন	-	সদস্য
১১.	মহা পুলিশ পরিদর্শকের প্রতিনিধি **(এআইজিপির নীচে নয়)**	-	সদস্য
১২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	-	সদস্য
১৩.	শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	-	সদস্য
১৪.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	-	সদস্য
১৫.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	-	সদস্য
১৬.	তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	-	সদস্য
১৭.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	-	সদস্য
১৮.	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	-	সদস্য
১৯.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	-	সদস্য
২০.	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	-	সদস্য
২১.	পরিচালক (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
২২.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	-	সদস্য
২৩.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	-	সদস্য
২৪.	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	-	সদস্য
২৫.	কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৬.	বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৭.	বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধি(প্রধান জাতীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
২৮.	জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৯.	পরিচালক, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	সদস্য
৩০.	বাংলাদেশ গার্লস গাইডের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩১.	ঢাকা বিভাগের প্রাক্তন উপপরিচালক জনাব মোঃ শহিদুলাহ	-	সদস্য
৩২.	উপসচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. খেলা পরিচালনার নিয়মাবলি প্রণয়ন ও যাবতীয় দিক নির্দেশনা প্রদান এবং প্রতিযোগিতার তারিখ ও সময় নির্ধারণ।

২. গোল্ডকাপ এর ডিজাইন চুড়ান্তকরণ ও প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য পুরস্কার নির্ধারণ।

৩. টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত বাজেট অনুমোদন।

৪. বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন বিদ্যালয় দলসমুহের অংশগ্রহণে জাতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

৫. খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে

(২) **বিভাগীয় কমিটিঃ**

১.	কমিশনার	-	সভাপতি
২.	ডিআইজি	-	সদস্য

৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার	-	সদস্য
৪.	জেলা প্রশাসক (সকল)	-	সদস্য
৫.	উপপরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ	-	সদস্য
৬.	উপপরিচালক (মাধ্যমিক শিক্ষা)	-	সদস্য
৭.	বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	-	সদস্য
৮.	বিভাগীয় সদরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক	-	সদস্য
৯.	বিভাগীয় সদরের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
১০.	বিভাগীয় সদরের জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা	-	সদস্য
১১.	সিটি করপোরেশন/ রংপুর পৌরসভার প্রতিনিধি (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১২.	মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩.	ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তি ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১৪.	বাংলাদেশ স্কাউটস্ এর প্রতিনিধি(সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১৫.	উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা	-	সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. বিভাগীয় পর্যায়ে সকল খেলার সুষ্ঠু আয়োজন ও পরিচালনা, আইন শৃংখলা বজায় রাখা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৩) **জেলা কমিটিঃ**

১.	জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ	-	উপদেষ্টা
২.	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
৩.	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শি.উ./সা.)	-	সদস্য
৫.	সিভিল সার্জন	-	সদস্য
৬.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	-	সদস্য
৭.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৮.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য
৯.	সুপারিনটেনডেন্ট (পিটিআই)	-	সদস্য
১০.	জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা	-	সদস্য
১১.	জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	-	সদস্য
১২.	জেলা স্কাউটস্ এর সাধারণ সম্পাদক	-	সদস্য
১৩.	কমান্ডার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল	-	সদস্য
১৪.	জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি	-	সদস্য
১৫.	জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি	-	সদস্য
১৬.	ক্রীড়া শিক্ষক (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১৭.	ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তি ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১৮.	সদর উপজেলার মডেল স. প্রা. বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	-	সদস্য
১৯.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. জেলা পর্যায়ে সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৪) **উপজেলা কমিটিঃ**

১.	জাতীয় সংসদ সদস্য	-	প্রধান উপদেষ্টা
২.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	-	উপদেষ্টা

৩.	মেয়র, পৌরসভা	- উপদেষ্টা
৪.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	- সভাপতি
৫.	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	- সদস্য
৬.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	- সদস্য
৭.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	- সদস্য
৮.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	- সদস্য
৯.	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	- সদস্য
১০.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
১১.	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	- সদস্য
১২.	ইউআরসি, ইন্সট্রাক্টর	- সদস্য
১৩.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
১৪.	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)	- সদস্য
১৫.	উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
১৬.	উপজেলা সদরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৭.	প্রধান শিক্ষক, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	- সদস্য
১৮.	ক্রীড়া শিক্ষক (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন)	- সদস্য
১৯.	সাধারণ সম্পাদক , উপজেলা স্কাউটস	- সদস্য
২০.	কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল	- সদস্য
২১.	ক্রীড়ানুরাগী ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২২.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	- সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. উপজেলা পর্যায়ের সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৫) **সিটি করপোরেশন এলাকাধীন থানাসমূহের জন্য কমিটিঃ**

১.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শি.উ./সা.)	- সভাপতি
২.	সংশিষ্ট জেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
৩.	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	- সদস্য
৪.	থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল)	- সদস্য
৫.	মেডিকেল অফিসার (সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৬.	ইন্সট্রাক্টর, থানা রিসোর্স সেন্টার (সকল)	- সদস্য
৭.	সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল)	- সদস্য
৮.	প্রধান শিক্ষক (প্রতি থানা থেকে ১ জন)	- সদস্য
৯.	কমান্ডার, থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল	- সদস্য
১০.	ক্রীড়া শিক্ষক ২ (দুই) জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১১.	বাংলাদেশ স্কাউট এর প্রতিনিধি ১(এক) জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১২.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য সচিব

কর্মপরিধি : ১. সিটি করপোরেশন এলাকাধীন থানা পর্যায়ে সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন পরিচালনা ও এতদ্‌সংক্রন্ত সকল কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৬) **পৌরসভা কমিটিঃ**

১.	মেয়র, পৌরসভা	- সভাপতি
২.	পৌরসভার কাউন্সিলর (সকল)	- সদস্য

৩. মেডিকেল অফিসার (উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
৪. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা - সদস্য
৫. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - সদস্য
৬. এস,এম,সি-এর সভাপতি (সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়) - সদস্য
৭. প্রধান শিক্ষক (সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়) - সদস্য
৮. কাব শিক্ষক ১ (এক) জন (উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
৯. কমান্ডার, পৌরসভা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল - সদস্য
১০. ক্রীড়া শিক্ষক ১ (এক) জন(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
১১. ক্রীড়ানুরাগী ২ (দুই) জন(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
১২. সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ **১.** পৌরসভা পর্যায়ে সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৭) **ইউনিয়ন কমিটিঃ**

১. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান - সভাপতি
২. ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (সকল) - সদস্য
৩. কমান্ডার, ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল - সদস্য
৪. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা - সদস্য
৫. উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা - সদস্য
৬. স্বাস্থ্য পরিদর্শক - সদস্য
৭. এস,এম,সি-এর সভাপতি (সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়) - সদস্য
৮. প্রধান শিক্ষক (সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়) - সদস্য
৯. কমান্ডার, ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল - সদস্য
১০. কাব শিক্ষক ১ (এক) জন (উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
১১. ক্রীড়া শিক্ষক ১ (এক) জন(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
১২. ক্রীড়া অনুরাগী ২ (দুই) জন(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
১৩. সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৬। **খেলার নিয়ম কানুনঃ**

এ প্রতিযোগিতার সকল খেলা প্রণীত নীতিমালা ও টুর্নামেন্টকমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নকআউট পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। খেলা পরিচালনায় এ নীতিমালার আওতায় সমাধানযোগ্য নয় এমন কোন সমস্যা বা জটিলতা দেখা দিলে তা ফিফা ও বাফুফের বিধি ও উপবিধি অনুসারে নিস্পত্তি করতে হবে।

৭। **দল গঠন :**

(১) প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ১৭জন খেলোয়াড় ও এসএমসি কর্তৃক মনোনীত ২ জন কর্মকর্তা (ম্যানেজার ও প্রশিক্ষক) নিয়ে দল গঠিত হবে। **ইউনিয়ন ও পৌরসভা এবং উপজেলা/থানা দলের ম্যানেজার ও প্রশিক্ষককে সংশিষ্ট কমিটি মনোনীত করবে। এ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।**

(২) খেলোয়াড়দের বয়স হবে সর্বোচ্চ ১২ (বার) বছর। **উপজেলা পর্যায় থেকে যে দল জেলা পর্যায়ে যাবে সে দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ বয়স সংশিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রত্যয়ন করবেন। জেলা পর্যায় থেকে**

যে দল বিভাগীয় পর্যায়ে যাবে সে দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ বয়স সংশিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, জেলার সিভিল সার্জন এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রত্যয়ন করবেন।

(৩) গোলরক্ষকসহ মোট ১১জন খেলবে।

৮। **খেলার মাঠে প্রবেশ :**

(১) ১৭ জন খেলোয়াড়, ২ জন কর্মকর্তা এবং ২জন সহকারী মাঠে প্রবেশ করতে পারবে। খেলার সময় অতিরিক্ত ৬ জন খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও সহকারীগণ তাঁদের জন্য নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করবেন।

(২) খেলোয়াড় আহত হলে রেফারী'র অনুমতি সাপেক্ষে সর্বমোট ২ জন সাহায্যকারী মাঠে প্রবেশ করতে পারবে।

(৩) রেফারীর আহবানে চিকিৎসক মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন।

৯। **খেলোয়াড়দের তালিকা:**

(১) খেলার নির্ধারিত তারিখের ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রধান শিক্ষক টুর্নামেন্ট কমিটির নিকট খেলোয়াড়দের তালিকা (২ কপি) প্রদান করবেন।

(২) খেলা **শুরুর ১** (এক) ঘন্টা পূর্বেই টুর্নামেন্ট কমিটি রেফারীর নিকট খেলোয়াড়দের তালিকা (১ কপি) প্রদান করবে।

(৩) অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়গণ বুট ব্যবহার করতে পারবে না।

১০। **জার্সির রং:**

(১) যদি কোন দলের জার্সির রং বিপক্ষ দলের জার্সির রঙের সংগে প্রায় মিলে যায় যাহা রেফারীর খেলা পরিচালনায় সমস্যা হতে পারে সে ক্ষেত্রে টসের মাধ্যমে জার্সি পরিবর্তন করা যাবে।

(২) কোন খেলোয়াড় খেলা চলাকালীন সময়ে তার দল কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত জার্সি (জার্সি নম্বর অপরিবর্তিত রেখে) পরিবর্তন করতে পারবে।

১১। **খেলোয়াড় বদল:**

প্রতিটি খেলায় তালিকাভুক্ত খেলোয়াড় হতে রেফারীর অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন ৪ (চার) জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে।

১২। **খেলার সময়:**

খেলা মোট ৫০ মিনিট পরিচালিত হবে। প্রথমার্ধের ২৫ মিনিট পর ১০ মি: বিরতি থাকবে। নির্ধারিত সময়ে যদি খেলা অমিমাংসীত থাকে তাহলে নির্ধারিত সময়ের পর ৫+৫ = ১০ মি: অতিরিক্ত সময় খেলতে হবে। অতিরিক্ত সময়ে ফলাফল নির্ধারিত না হলে পেনাল্টি কিকের (টাই ব্রেকার) মাধ্যমে খেলার ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। অতিরিক্ত সময়ে খেলা চলাকালীন কোন বিরতি থাকবে না।

১৩। **রেফারী:**

(১) ইউনিয়ন ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে টুর্নামেন্টকমিটি খেলা পরিচালনার জন্য রেফারী নিয়োগ করবে।

(২) জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের খেলাসমূহ পরিচালনার জন্য টুর্নামেন্টকমিটি বাফুফের তালিকাভূক্ত রেফারী নিয়োগ করবে।

(৩) প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময়ে মাঠে রেফারীর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(৪) জেলা/ বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নিয়োজিত রেফারীদের যাতায়াত, খাবার ও অন্যান্য সম্মানী ভাতা নির্ধারিত হারে টুর্নামেন্ট কমিটি বহন করবে।

১৪। **ফিক্চার:**

(১) টুর্নামেন্ট কমিটি যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার সময়সুচি/ ফিক্চার প্রণয়ন করবে।

(২) নির্ধারিত খেলার সময়সূচি/ ফিক্চার অনুযায়ী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তবে টুর্নামেন্টকমিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ কারণে খেলার তারিখ ও সময় পরিবর্তন করতে পারবে।

১৫। **খেলার স্থান, তারিখ ও সময়ঃ**

খেলার স্থান (মাঠ), তারিখ ও সময় টুর্নামেন্ট কমিটি নির্ধারণ করবে।

১৬। **ভাতাঃ**

জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলসমূহকে টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক প্রতি খেলার জন্য দূরত্ব বিবেচনায় নির্ধারিত হারে এককালীন অনুদান প্রদান করা হবে। খেলা চলাকালীন কোন দল খেলায় বিরত থাকলে উক্ত দল কোন টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবে না।

১৭। **অংশগ্রহণের ব্যর্থতাঃ**

(১) কোন দল খেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাঠে উপস্থিত না থাকলে রেফারী ১৫মি: অপেক্ষা করে উপস্থিত দলকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন।

(২) **কোন দল নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে খেলায় অংশগ্রহণ না করলে উক্ত বিদ্যালয় দলের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ এবং ইউনিয়ন ও পৌরসভা এবং উপজেলা/থানা দলের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট কমিটি দায়ী থাকবে।**

১৮। **চুড়ান্ত খেলায় স্থান নির্ধারণঃ**

প্রতিযোগিতার কোন পর্যায়ে কোন অবস্থাতেই চুড়ান্ত খেলায় যুগ্ম-চ্যাম্পিয়নশীপ থাকবে না। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা অমিমাংসিত থাকলে সেক্ষেত্রে টাইব্রেকার এর মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে।

১৯। **শৃঙ্খলা উপ-কমিটিঃ**

প্রত্যেক পর্যায়ে টুর্নামেন্টকমিটি ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি শৃংখলা উপ-কমিটি গঠন করবে। শৃংখলা উপ-কমিটি খেলোয়াড়/কর্মকর্তা/দল ও রেফারীদের ভূমিকা/আচরণ পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

(১) খেলা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সংগঠিত অপরাধের বিষয়ে নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) খেলা শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনে ৬ ঘন্টার মধ্যে নিয়ম লংঘনকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) উপ-কমিটি কোন খেলোয়াড়কে টুর্নামেন্টচলাকালীন সময় পর্যন্ত খেলা থেকে বিরত রাখতে পারবে। যদি উপ-কমিটি এ ব্যাপারে অধিকতর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন মনে করে তাহলে টুর্নামেন্টকমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ করবে।

২০। **অভিযোগ/ আপত্তি :**

খেলা প্রসঙ্গে অভিযোগ/ আপত্তি থাকলে খেলা শেষ হওয়ার ১ (এক) ঘন্টার মধ্যে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা অফেরতযোগ্য ফিসহ প্রতিযোগিতার টুর্নামেন্টশৃংখলা উপ-কমিটির সভাপতি অথবা সদস্য-সচিব বরাবরে লিখিত অভিযোগ/ আপত্তি দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে শৃংখলা উপকমিটি সিদ্ধান্ত নিবে।

২১। **আপীল :**

শৃংখলা উপ-কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন আপত্তি/আপীল থাকলে লিখিতভাবে সংশিষ্ট টুর্নামেন্ট কমিটির কাছে ১২ ঘন্টার মধ্যে দাখিল করতে হবে। টুর্নামেন্ট কমিটি ১২ ঘন্টার মধ্যে আপত্তি/আপীল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবে। এ বিষয়ে টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২২। **ম্যাচ কমিশনারঃ**

প্রত্যেক খেলায় একজন ম্যাচ কমিশনার নিয়োজিত থাকবেন। টুর্নামেন্টকমিটি ফুটবল খেলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ম্যাচ কমিশনার নিয়োগ করবে। তিনি নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন:

(১) খেলার সময় মাঠে খেলোয়াড়, কোচ, রেফারী, সমর্থক, কর্মকর্তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ।

(২) বিভিন্ন তথ্য ও সমস্যা সুপারিশসহ নির্ধারিত ফরমে খেলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন টুর্ণামেন্ট-এর সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন।

২৩। **পাতানো খেলাঃ**

কোন দল পাতানো খেলায় অংশগ্রহণ করলে এবং তা শৃংখলা উপ-কমিটি কর্তৃক সনাক্ত হলে টুর্নামেন্টকমিটি ঐ দল/দলসমূহকে ২(দুই) বছরের জন্য এ টুর্নামেন্টের সকল খেলা থেকে বহিস্কার করতে পারবে।

২৪। **পুরস্কারঃ**

(১) জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত খেলার বিজয়ী (চ্যাম্পিয়ন), বিজিত (রানার আপ) ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে যথাক্রমে গোল্ড কাপ, সিলভার কাপ ও ব্রোঞ্জ কাপ প্রদান করা হবে।

(২) টুর্নামেন্টকমিটি প্রতিটি পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলকে স্থানীয়ভাবে ক্রেষ্ট, মেডেল প্রদান করতে পারবে।

(৩) চ্যাম্পিয়ন, রানার আপ ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলের সকল খেলোয়াড়কে মেডেল দেয়া হবে।

(৪) শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং সর্বোচ্চ গোলদাতাকেও মেডেল দেয়া হবে।

২৫। **কাপঃ** (১) জাতীয়ভাবে চ্যাম্পিয়ন দলকে খেলার শেষে গোল্ডেন কাপ হাতে দেয়া হবে। অতপর গোল্ডেন কাপ ফেরৎ নিয়ে কাপ-এর রেপিকা প্রদান করা হবে।

(২) রানার আপ দলকে সিলভার কাপ-এর রেপিকা প্রদান করা হবে।

(৩)তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে ব্রোঞ্জ কাপ-এর রেপিকা প্রদান করা হবে;

(৪) তিনটি দলকে আর্থিক পুরস্কারও দেয়া যেতে পারে;

(৫) কোন দল পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ান/ রানার আপ হলে যথাক্রমে গোল্ড কাপ ও সিলভার কাপ প্রদান করা হবে।

২৬। **খেলা স্থগিত/পরিত্যক্তঃ**

প্রাকৃতিক দুর্যোগ/প্রতিকূল আবহাওয়া/অতিবৃষ্টি/দুর্ঘটনা/মাঠের বাহিরে বা ভিতরে গোলযোগের কারণে খেলা না হলে রেফারী ৩০ মিনিট পর্যন্ত সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারবেন। এর পরও যদি খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে রেফারী শেষ বাঁশি বাজিয়ে খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত ঘোষণা করবেন যা পরবর্তী দিবসের নির্ধারিত খেলার আগেই টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে উভয় দলকে ঐদিন (বাতিলকৃত খেলার দিন) জানিয়ে দেয়া হবে।

(১) যদি কোন দল নির্ধারিত খেলায় অংশগ্রহণে বিরত থাকে তাহলে সে দল প্রতিযোগিতা হতে সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে। এরূপক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

(২) যদি কোন দল পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং খেলা শেষ হওয়ার পূর্বে খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে অথবা মাঠে অবস্থান করে রেফারীর আদেশ অমান্য করে, খেলায় অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকে বা খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তা'হলে সে দলকে টুর্নামেন্টহতে বহিষ্কার করা হবে। পাশাপাশি অপর দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

(৩) কোন দল পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে টিএ এবং ডিএসহ কোন আর্থিক সুবিধা পাবে না।

২৭। **তহবিল ও হিসাবঃ**

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট তহবিল নামে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তহবিল গঠিত হবে। সরকারী/ বেসরকারী অনুদানের মাধ্যমে এ তহবিল গঠিত হবে এবং টুর্নামেন্টের কাজে এ তহবিল ব্যয় করা যাবে। স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও নিয়মে

তহবিলের একটি ব্যয় হিসাব থাকবে এবং তা পরিচালিত হবে।

২৮। **বিবিধঃ** টুর্নামেন্ট কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

(১) শিশুদের উপযোগী বল-এর ব্যবস্থাকরণ। এক্ষেত্রে বলের সাইজ ৪ নম্বর অথবা ডি.আর সাইজ ৫ নম্বর হবে।
(২) প্রতিযোগিতার মাঠে ২-৩ টা বল সরবরাহকরণ।
(৩) গোলবারের পিছনে অবশ্যই নেট স্থাপন।

২৯। **পৃষ্ঠপোষকতাঃ** টুর্নামেন্ট কমিটিসমূহ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে খেলা পরিচালনায় পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করতে পারবে।

৩০। **সংশোধনঃ** টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে জাতীয় টুর্নামেন্ট কমিটি এ নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে যে কোন নিয়ম কানুন সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে।

৩১। **নীতিমালার হেফাজতঃ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্ট**-এর সকল খেলায় এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। এ নীতিমালায় নেই এমন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার জাতীয় টুর্নামেন্টকমিটির থাকবে।

৩২। **শৃংখলা সম্পর্কীয় অপরাধ ও শাস্তিঃ** নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য শৃংখলা উপকমিটি কর্তৃক নিম্নরূপ শাস্তি প্রদান করা যাবে:

ক্রমিক নং	অপরাধ	শাস্তি
১	কোন খেলায় যদি কোন খেলোয়াড়কে রেফারী কর্তৃক লাল কার্ড প্রদর্শিত হয় বা কোন খেলায় দ্বিতীয় বার হলুদ কার্ডের পরিবর্তে লাল কার্ড প্রদর্শিত হয়।	খেলোয়াড় ঐ খেলা থেকে বহিষ্কৃত হবে এবং পরবর্তী ১ খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। টুর্নামেন্টকমিটি অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে আরও অধিক খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখতে পারবে।
২	কোন খেলোয়াড় মাঠের ভিতরে বা বাইরে খেলার পূর্বে, খেলা চলাকালীন সময়ে বা খেলার পরে যদি রেফারীকে বা সহকারী রেফারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত বা আঘাত করে।	খেলোয়াড়কে টুর্নামেন্ট হতে বহিষ্কার করা হবে।
৩	মাঠে কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে খেলা চলাকালীন বা খেলার পরে যদি শারীরিকভাবে আঘাত করে।	খেলোয়াড় পরবর্তী দুই খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
৪	কোন খেলোয়াড় মাঠে অথবা মাঠের বাইরে কর্মকর্তার সাথে অশোভন আচরণ করে অথবা অভদ্র/অশীল ভাষা ব্যবহার করে।	খেলোয়াড় পরবর্তী দুই খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
৫	কোন খেলোয়াড় যে কোন অপরাধের জন্য খেলা হতে বিরত থাকার শাস্তি ভোগের পর একই অপরাধের পূনারাবৃত্তি করলে।	খেলোয়াড় টুর্নামেন্টএর খেলাসমূহে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
৬	কোন দলের কর্মকর্তা বা সমর্থক একক বা সম্মিলিতভাবে ফলাফল অনুকূলে নেয়ার ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করে অথবা খেলার শৃংখলা ভঙ্গ করে।	শৃংখলা উপ-কমিটি যে কোন কঠোর শাস্তিমূলক (দল বহিষ্কার/আর্থিক জরিমানা/উভয়) ব্যবস্থা নিতে পারবে।

(জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী)
উপসচিব (বিদ্যালয়)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য-সচিব
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব
গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট